143

ভোরের কাগজ

MAR. 23 1999
তারিখ MAR. 23 1999
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সবিনয় আবেদন

মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী,

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনার বলিষ্ঠ দিকনির্দেশনা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করুক।

এক বছর আগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে সৃষ্টি হয় এক অনভিপ্রেত পরিস্থিতি। ২৩ শে মার্চ মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় এএসএইচকে সাদেক, শিক্ষা সচিব, মুখ্য সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং স্থাপত্য বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের সিনিয়র শিক্ষকদের সাথে আপনার বৈঠকে তিনটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তগুলো ছিলো ঃ

ক। ১৯৯৮ সালের ভর্তি পরীক্ষা একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পূর্বনির্ধারিত সময়ে যথারীতি অনুষ্ঠিত হবে।

খ। ভবিষ্যতে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হবে যেখানে আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রস্তাবিত প্রতিনিধিবৃন্দ থাকবেন।

গ। স্থাপত্য বিভাগের জন্য একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইনস্টিটিউট গঠন করা হবে।

একই দিন রাত্রে ভর্তি পরীক্ষা স্থগিত করার দাবীতে আমরণ অনশন কর্মসূচী পালনরত স্থাপত্য শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়, শিক্ষা সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ সিনিয়র শিক্ষকদের উপস্থিতিতে পাঁচটি বিষয়ে সমঝোতার প্রেক্ষিতে ছাত্রছাত্রীরা কর্মসূচী প্রত্যাহার করে নেয়। এই পাঁচটি বিষয় ছিলো নিম্নরূপ :

ক। পরবর্তী ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ক কমিটি পদত্যাগকারী শিক্ষকদের প্রস্তাবিত নামানুযায়ী বিবেচিত হবে এবং তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দায়িত্ব চ্যান্সেলর নিচ্ছেন।

খ। স্থাপত্য শিক্ষার জন্য পৃথক ইনস্টিটিউট গড়ার কার্যক্রম অবিলম্বে গ্রহণ করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী প্রদান করছেন।

গ। ছাত্রদের বিরুদ্ধে যেকোন অভিযোগ অবিলম্বে খারিজ করে তাদের শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত করার ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করছেন এবং শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রেক্ষিতে আনীত যেকোন অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে।

ঘ। এবারের ভর্তি পদ্ধতি পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো না বলে চ্যান্সেলর অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

ঙ। স্থাপত্য শিক্ষার স্বাতন্ত্র্য এবং স্বকীয়তা রক্ষার অঙ্গীকার চ্যান্সেলর ব্যক্ত করছেন।

(সূত্র ঃ তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত তথ্যবিবরণী নং ১১/৬৬, ঢাকা, ১০ই চৈত্র, ২৭শে মার্চ, ১৯৯৮)।

স্থাপত্য বিভাগের নিজস্ব প্রয়োজন অনুধাবন করে গৃহীত সিদ্ধান্ত তিনটির বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে হবে বলে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী ছিলাম। কিন্তু গভীর উদ্বেগের সঙ্গে আপনাকে আজ জানাতে হচ্ছে যে, আপনার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে আন্দোলনরত শিক্ষকদের প্রস্তাব অনুযায়ী কমিটি গঠন হয়নি এবং গত বছরের বিতর্কিত পদ্ধতিতে সামান্য সময় বাড়ানো ছাড়া কোনো পরিবর্তন না করেই এ বছর পুনরায় ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। উপরন্তু এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতির অবসান হওয়ার পর গত এক বছর ধরে স্থাপত্য বিভাগের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ পৃথক ইনস্টিটিউট গঠনের প্রয়োজনীয়তাকে গভীরতর করেছে।

মাননীয় চ্যান্সেলর,

দক্ষ স্থপতিদের সূতিকাগার ঐতিহ্যবাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের স্বাতন্ত্র্য এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার্থে উল্লেখিত সিদ্ধান্তগুলোর আশু বাস্তবায়নের জন্য সবিনয় আবেদন করছি।

ধন্যবাদান্তে
আপনার অনুগত
স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

ডিপি-১৭৩/৯৯ (৬"x৩)